08 MAR 2017
6 2

প্রথম আলো

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস

ব্যবস্থা হয়নি, সমস্যা নির্ণয়ে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আইনানুযায়ী নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলা হলেও তা হয়নি। চতুর্থ দফার সময় শেষ হওয়ার পর এখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউজিসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

চার সদস্যের এই কমিটির প্রধান করা হয়েছে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেনকে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক এম শাহ্ নওয়াজ আলি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী। ইউজিসির উপপরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) জেসমিন পারভীনকে কমিটির সদস্যসচিব করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ কমিটি আগামী ৩০ জুনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেবে। তবে এর আগেও তারা সময়ে সময়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ করবে। এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য নেই, সেগুলো পূরণেও এই কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য নিয়োগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে প্রস্তাব পাঠায় না।

> আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। কিন্তু পুরোনোগুলোর বয়স এক যুগের বেশি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য দেওয়া চতুর্থ দফার সময় শেষ হয়েছে গত ৩১ জানুয়ারি। আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা। কিন্তু পুরোনোগুলোর বয়স এক যুগের বেশি। নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা ঠিক করতে এই বৈঠক ডাকা হয়।

আগে বলা হলেও গতকালের সভায় নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়াটা ঠিক হয়নি বলে মনে করেন ইউজিসির একাধিক কর্মকর্তা। তাঁরা *প্রথম আলোকে* বলেন, নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য গত ছয় বছরে চার দফায় সময় দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় পেলেও পুরোনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখনো ৩৯টি পুরোপুরিভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। কেউ কেউ আংশিক গেছে, কেউ কেউ জমি কিনেছে, কেউ নকশা পর্যায়ে আছে। একটি জমিই কেনেনি। পূর্ণাঙ্গভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে ১২টি।

এ রকম পরিস্থিতিতে কর্মকর্তারা আশা করছিলেন, 'কেস টু কেস' হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রীও কিছুদিন ধরে বলে আসছিলেন, যারা আইন মেনে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি, সেগুলোতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ইউজিসির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, কমিটি গঠন করে যে সময় দেওয়া হয়েছে, তাতে কার্যত পুরো বিষয়টি ঝুলে গেল।

অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এগুলো আরও ভালোভাবে চলুক। আজকেই (গতকাল) তো কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। সে জন্য সমস্যা চিহ্নিত করতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

গতকালের সভায় ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।